JAN. 29 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

গাজীপুর জামেয়া মাদ্রাসায় জামায়াত শিবিরের অস্ত্রের ট্রেনিং হয় নিয়মিত ॥ টঙ্গীর পদত্যাগী নেতা

টঙ্গী, ২৮ জানুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ টঙ্গীর পদত্যাগী জামায়াত নেতা মজিবুর রহমান জামায়াতে ইসলামীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রগকাটা সন্ত্রাসীদের আক্রমণের আশঙ্কায় রয়েছেন। তিনি সেক্ষেত্রে জামায়াতের গোমর ফাঁক করে দেবার হুমকি দিয়ে বলেছেন, 'আমার ওপর

(১১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

গাজীপুর জামেয়া মাদ্রাসায়

(১২-এর পাতার পর)

কোন আঘাত আসলে হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দেব।" ১২ বছর জামায়াতে ইসলামীতে নেতৃত্ব দিয়ে রাজাকার হতে পারিনি বলেই জামায়াত ছেড়েছি। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার টঙ্গীতে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মজলিশে শুরার সদস্য, রুকন ও টঙ্গী থানা সেক্রেটারি মজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে হঠাৎ করে জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। তাঁর এই আকস্মিক পদত্যাগ নিয়ে জামায়াতে ইসলামের নিম্ন স্তর থেকে হাইকমান্ড পর্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে। শনিবার টঙ্গীর জামায়াত নেতাদের নিয়ে ঢাকার হাইকমান্ড মজিবুরের ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা হয়। ওই আলোচনায় মজিবুর জামায়াতের সকলকে কাফের বলায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

রবিবার বিকালে টঙ্গী বাজারস্থ জামায়াত নেতার বাস ভবনে মজিবুর রহমান জনকণ্ঠকে বলেন, "'৯৯-এর ২৬ অক্টোবর টঙ্গীর গাজীপুরাস্থ জামেয়ার এক অনুষ্ঠানে জামায়াত নেতা মওলানা সোলায়মান ফারুকী তার বক্তব্যে মুক্তিযোদ্ধাদের কাফের অভিহিত করায় তাৎক্ষণিকভাবে আমি এর প্রতিবাদ জানাই। তখন থেকেই জামায়াতের সঙ্গে আমার বিরোধ শুরু হয়।"

মজিবুর রহমান জনকণ্ঠের এ প্রতিনিধিকে আরও জানান, গাজীপুরাস্থ জামায়াতের পরিচালিত জামেয়া মাদ্রাসায় নিয়মিতভাবে জামায়াত শিবিরের শারীরিক ও অস্ত্রের ট্রেনিং চলে। এ ব্যাপারে কাগজপত্রে এ ট্রেনিংকে 'স্বাস্থ্য বিভাগ' নামে অভিহিত করা হয় যাতে সাধারণ মানুষ তা বুঝতে না পারে। তিনি বলেন, প্রতি ৩ বছর পর পর জামেয়া প্রাঙ্গণে যে রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে তখন সেখানে সারা দেশ থেকে শিবিরের ক্যাডার জড়ো করা হয়। মজিবুর বলেন, ১৯৯২ সালে রুকন সম্মেলনের প্রস্তুতির সময় টঙ্গীর দত্তপাড়ায় জামায়াত নেতা এ্যাডভোকেট শওকত আলীর বাসায় বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণে ২ ব্যক্তি প্রাণ হারায়।